Women's Violence in the independent India

PG 4th Sem. Paper-404 ,Unit-IV (8Marks)

Syhamapada Shit(Assistant Professor of History

নারী ও পুরুষ দুই জন হলেন একি পরম পিতার সন্তান । উভয়েই যেহেতু পরম পিতার সন্তান সেহেতু জীবনের অভিব্যাক্তি ও স্বাধীকারের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার আছে। প্রাচীন কালে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল,শিক্ষা দীক্ষা,মান মর্যাদায় নারীরা ছিলেন পুরুষের সমকক্ষ । আজকের দিনে নৃশংস আচরন পুরুষ ও নারী উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান, তবে নারীর উপর এই আচরন বেশি।নারীর উপর অত্যাচারকে ইংরেজীতে বলা হয় gender based violence .অনেকের ধারনা একটা বয়ষে মেয়েরা বিশেষ ভাবে অত্যাচারীত হন , কিন্তু বাস্তব তা বলেনা।কারন কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার পর তাকে ঘৃনার দৃষ্টিতে দেখা হয়। সমাজে মা পুত্র সন্তান জন্ম না দিলে একটি অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।অর্থনৈতিক কারনে আজকের সমাজে অনেক মেয়ে নিজেকে বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। মেয়ে হয়ে জন্মানো যেন আমাদের দেশে একটা বড় অপরাধ।একটা বড় পাপ।নারীদের উপর যৌন নিগ্রহ , শ্লীলতাহানী, ইভটিজিং,কর্মক্ষেত্রে নিগ্রহ,ধর্ষন ও খুন প্রভূতির মুলে আছে সামাজিক অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতি,

বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা (WHO)২০০৫ সালে নারীর স্বাস্থ ও পরিবার সমীক্ষার উপর একটি সমীক্ষা চালান , এই দেশ গুলি হল বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, জাপান, পেরু, নামিবিয়া, সমোয়া, সর্বিয়া,থায়ল্যান্ড, এবং তানজানিয়া। উক্ত দেশ গুলির আচার আচরন গত প্রাথক্য থাকলে ও একটি বিষয়ে একমত তা হল উভয় দেশে নারী নিগ্রহ হয় । যদিও এই নিগ্রহের ধরন ভিন্ন ভিন্ন। বিশ্বজুড়ে নারীর উপর নানান প্রকার যে অত্যাচার হয়ে চলেছে , সমাজতাকে বৈধতা দিয়েছে ধর্মের নামে, ঐতিহ্যের নামে,অজুহাত ও পনপ্রথা এবং দেশাচারের দোহাই দিয়ে। স্বাধীন ভারতবর্ষে নারী নির্যাতন দিন দিন বেড়ে চলেছে।১৯৯৪ সলের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে নারী নিগ্রহের সংখ্যা ছিল ৮২৮১৮জন, পশ্চিম বঙ্গেও এর সংখ্যা নেহাত কম নয়।১৯৯৫ সালে নারী নির্যাতন ছিল ৬৮৭৫ জন।১৯৯৭ সালে ভারতে পণ প্রথার শিকার হয়ে ৫০০০ মহিলার মৃত্যু হয়।২০০৫ সালে ভারতে গৃহিত পারিবারিক নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে সুরক্ষা আইন নিগ্রহকে শারিরীক মানসিক যৌন অর্থনৈতিক এত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ২০০৫ সালে নথি ভুক্ত নিগ্রহের মধ্যে ৩৮.১% দৈহিক, যৌন নিগ্রহ ৬.৪% উল্লেখ্য NCRB রিপোর্ট অনযায়ী জানতে পারা যায় যে প্রতি দিন ভারত প্রায় ৯৩ জন মহিলা ধর্ষিত হন।এছাড়া পণ প্রথা জনিত কারনে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা হল-২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে

Dowry(Sec 302/304 IP)

বৎসর	সংখ্যা
২০০৮	৮১৭২ জন
২০০৯	৮৩৮৩ জন
২০১০	৮৩৯১ জন
২০১১	৮৬১৮ জন
২০১২	৮২৩৩ জন

ভারতের সিকিম ন্যাগাল্যান্ড রজ্যে নারী নিগ্রহের সংখ্যা কম। কিন্তু দিল্লী, পঃবঃ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান বিহার সহ ভারতের বেশির ভাগ রজ্যে নারী নিগ্রহের সংখ্যা অনেক বেশি। ২০১৩-১৪ সালে দিল্লী তে নারী ধর্ষিত হয়ে ছিল ৮০৪ জন মহিলা । পৃথিবীর অন্যান দেশেও নারী নিগ্রহ ব্যাপক হারে হচ্ছে যেমন পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায় যে ২০১০ সালে ম্যাক্সিকো তে ধর্ষিত হয়ে ছিল ১৪৯৯৩ জন মহিলা। ঐ বছর

Scanned with CamScanner

পাকিস্তানে ১৫৯৩৪ জন, দঃ আফ্রিকা তে ৬৬১৯৬ জন মহিলা।এছাড়া ও পৃথিবীর অন্যান দেশে নারী নিগ্রহের মাত্রা কম নয়।

উল্লেখ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানতে পারা যায় যে শতকর ১০-৫০% মহিলা অত্যাচারিত হন তার কোন নিকট আত্তিয় দ্বারা।বর্তমান নারী নির্যাতন সার্বজনীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি কোন জাত পাত শ্রেনী ধর্মের ব্যাপার নয়,নিপিড়ক ও নিগৃহীতা উচ্চশিক্ষীত বা শিক্ষীতা হতে পারেন। উল্লেখ্য একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানতে পারা যায় যে দিল্লীতে নারী ধর্ষনের পরিমান সব থেকে বেশি । এদেশে এখন ও প্রতি ৩০ মিনিটে একটি করে নারী ধর্ষিত হয় ।অথচ নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান অন্তন ও পারিবারীক অবস্থান পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত।নারীর পারিবারীক আবস্থান কে বাদ দিয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থান কল্পনা করা যায়না।এদেশের চিরা চরিত প্রথা অনুযায়ী নারীকে এখন ও ধরা হয় খরচের খাতায়।তাইতো নারীকে পন্য বস্তুর মতো স্বামীর পরিবারকে দান করে দেওয়া হয় দক্ষিনা সমেত(বরপণ)।অথচ সেই পরিবারে নারীর কোন প্রকার অধিকার থাকেনা।

নারী মূক্তি আন্দোলনর কথা বলতে গেলে প্রথমে রাজা রামমোহন রায় এর কথা বলতে হয়, তাঁর আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা অবসান আইন রচিত হয় । বাল্য বিবাহর ফলে মেয়েদের জীবনে যে অন্ধকার নেমে আসে সে সর্ম্পকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাথিত হয়ে ছিলেন তাই তাঁর উদ্যগে বিধবা পুর্নবিবায় আইন পাশ হয় ।ভারতীয় সংবিধানে নারীর প্রতি বৈশম্য দুরীকরনের ব্যবস্তা করা হয়েছে। ভারতের সামাজিক পরিবেশকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।মহিলাদের জন্য বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪,মাতৃত্ব কালিন সুবিধা আইন ১৯৬১,পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৪ আইন পাশ করা হয়।এছাড়া ভারতীয় সংবিধানে বিভিন্ন আনুচ্ছেদে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরনের জন্য বিশেষ ব্যাবস্তা করা হয়েছে ।যেমন ১৫(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র কেবল ধর্ম,বর্ন,জাতি , স্ত্রী -পুরুষ ভেদে তাদের কোন একটির কারনে কোন নাগরীকের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরন করতে পারবে না । ১৯৯১ সালে মেয়েদের অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব তেকে মূক্তি দেওয়ার জন্য মেডিক্যাল টারমিনেশন অব প্রেগনেন.সী আইন পাশ করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৮ই ফেব্রয়ারী ভারতের মহামান্য সুপ্রিমকোট নাবালক সন্তনের উপর মায়ের অভিবাবকত্বের অধিকার অশ্বীকার করেন ।নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাম্য ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।কেননা নারীকে যদি পুরুষের সমানাধীকার দেওয়া না হয় তাহলে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্তা সমৃদ্ধ হতে পারেনা। তাই নারীর অধিকার রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।কারন পরিবেশ রক্ষার জন্য, জাতি গঠন করার জন্য নারী জাতির অধিকার সু প্রতিষ্টিত করা দরকার।নারী যে সমাজ ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ তা সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে।এই শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে ধনী-নির্ধন,নারী-পুরুষ সকলের মধ্যে বিস্তার ঘটাতে হবে।

নারী দের উপর এই অত্যাচার কোন দেশের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয় ।এটা একটি সার্বজনীন ব্যাপার ।আন্তর্জাতীক স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্টার জন্য কয়েকটি উল্লেখ্য যোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে , যেমন ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডের মহিলাগন প্রথম ভোটাধীকার লাভ করেন ।১৯১৪ সালে ৮ই মার্চকে বিশ্ব নারী দিবশ হিসাবে পালন করা হয়।১৯৮১ এবং ১৯২০সালে বৃটেন ও আমেরিকায় মহিলাগন ভোটাধীকার লাভ করেন। নারীর উপর সমস্ত প্রকার বৈশম্য দূরী করনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ সাধারন সংসদে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর গৃহিত হয় ,এবং বলবৎ হয় ১৯৮১ সালের ২ সেপ্টেম্বর। নারীদের প্রতি এই সমস্ত বৈষম্য দুরীকরনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরন করা।

নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য আর্ন্তজাতিক স্তরে যে সমস্ত বীধি নিয়ম আরোপ করা হয়েছে তা যথেষ্ট প্রশংশার যোগ্য , কিন্তু বাস্তবে কি নারী আদৌ তার মর্যাদা ফিরে পেয়েছে ? নারী কি এখন ও সমাজে নিরাপদ ? না নারী

Scanned with CamScanner

তার সত্যি কারের মর্যাদা ফিরে পায়নি। আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে ও নারীকে প্রতিটি মুহূর্তে নিরাপত্তা হিনতার স্বীকার হতে হচ্ছে। অথচ নারী আজ তার নিজ প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতায়র জোরেই জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশী এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। নারী বৃটিশ বিরোধী অন্দোলেনে পুরুষের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে সমান ভাবে এগিয়ে চলেছেন । অফিসের কাজে পুরুষের পাশাপাশী অসঙ্খ্য নারী আজ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজ এদের কে বিভিন্ন ভাবে বিদ্ধ করে চলেছে। নারীকে ভোগ করার জন্য পরুষের ইচ্ছাটাই প্রথম ও প্রধান। সে পুরুষ দুর্বৃত্ত অথবা তার আপন স্বামী হতে পারে, এক্ষেত্রে নারীর মতামতের কোন স্থান নেই, নেই নারীর আপন সত্তা।

সবশেষে বলা যায় যে আজকের নারী বিশ্ব জয়ী । তাদের জন্য বরাদ্ধ বিজয়ীর হাসি। তারা আজ আর উঠোনোর গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাসত্বে ও এই বিশ্বায়নের যুগে নারী মানে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরীক। এমন ভ্রান্ত ধারনা দুর করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ শিবানি দত্ত বলেছেন নারীর আত্ম বিজেতা একদিন পৃথিবী বিজেতা হবে।তার জন্য প্রয়োজন নিজের প্রতি ভরসা ।আর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা হল নারী স্বাধীনতার একমাত্র পথ।পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্তায় নারী গৃহ দাসী ও সন্তান উৎপাদনের যত্র বিশেষ।নারীকে সমাজে এখন ও ভোগ্য পন্য হিসবে দেখা হয়।তবে বর্তমানে নারী শীক্ষার প্রসার হচ্ছে।কিন্তু এখন ও তারা মুক্তির আনন্দে বিহঙ্গ আকাশ ধরতে পারেননি।এখন ও আনেক নারী পরজিবী হয়ে বাস করা কে গৌরব বলে মনে করেন।এখন ও নারীর শত্রু নারীনিজেই।বর্তমানে নারী মুক্তির জন্য বিভিন্ন আন্দোলন হওয়ার ফলে নারী অনেক অধিকার ফিরে পেয়েছেন।আগামী নতুন দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে যেন সমাজে নারী নির্যাতন না হয়। এর যেন ছির অবসান ঘটে।সমস্ত প্রকার সন্ত্রাসের আবাসান ঘটিয়ে এক হিংসা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে ।

তথ্যসূত্র-

১। নারী শ্রেনী ও বর্ণ -কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। নারীর মর্যাদা - শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার ।
৩। বিপন্ন মানবাধিকার এই সময়ের ভাবনা - সুহাস চট্টোপাধ্যায় ।
৪। নাব্য স্রোত - মানব অধিকার সংখ্যা ।
৫। প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ - সুকুমার ভট্টাচার্য ।
৬। মানবাধীকার ও গনতান্ত্রিক অধিকার-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-সিদধার্থ গুহরায় ।
৭। অধিকার আদায়ে সংগ্রামে নারী ।-মৈত্রিয়ী চট্টপাধ্যায় ।
৮। সমতার দিকে আন্দোলনে নারী - শাশ্বতী ঘোষ ।
৯। ইন্টারনেট

Scanned with CamScanner